খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 20 ❑ 01 Aug, 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
অলঙ্কার
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

কিষাণ মান্ডিতে দালাল চক্রের অভিযোগ বাজার পরিদর্শনে চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ

প্রতিনিধি : হাটবার এলেই সকালে কিষাণ মান্ডির সামনের বনগাঁ বাগদা সড়ক দিয়ে যাতায়াত করতে যন্ত্রণায় ভুগতে হয় যাত্রীদের। পাশাপাশি কিষাণ মান্ডির ভেতরে দালাল চক্র দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয়, এমনই অভিযোগ নিয়ে সরব হয়েছিলেন পথ চলতি যাত্রী সহ একাধিক কৃষক। এবার সেই অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার বনগাঁ কিষাণ মান্ডি পরিদর্শনে গেলেন বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ সহ একাধিক কাউন্সিলররা। গোপাল বাবুকে সামনে পেয়ে একাধিক কৃষক তাদের সমস্যার বিষয় তুলে ধরেন। কৃষকদের আশ্বস্ত করেন তিনি। পাইকপাড়া থেকে সবজি নিয়ে কিষাণ বাজারে আসা এক কৃষক বলেন, 'চেয়ারম্যান এসেছিলেন, তাঁর কাছে আরেকটি বিকল্প আলাদা রাস্তা, কিষাণ মান্ডির মধ্যে হিমঘর তৈরী ও দালালদের দৌরাত্ব বন্ধের আবেদন জানিয়েছি। উনি আশা দিয়েছেন দ্রুত সমাধান হবে। পরিদর্শন শেষে গোপাল শেঠ বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে কিষাণ মান্ডির কিছু সমস্যা আমরা শুনে আসছি।

দ্বিতীয় পাতায়...

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, বেআইনি নির্মাণ ভাঙছে বনগাঁ পুরসভা

প্রতিনিধি : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গোটা রাজ্যজুড়ে সরকারি জমি দখলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ শুরু করেছে প্রশাসন। সরকারি জমিতে বেআইনি নির্মাণ কাজ ভাঙার কাজ চলছে। এবার বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ শুরু করল বনগাঁ পৌরসভা। বুধবার বনগাঁ পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বসাক পাড়া এলাকায় একটি বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হল।

বনগাঁ পৌরসভার মাধ্যমে জানা গিয়েছে, বসাক পাড়া এলাকায় একটি জলাভূমি রয়েছে। স্থানীয় মোহন সরকার নামে এক ব্যক্তি জলাভূমির মধ্যেই একটি কংক্রিটের নির্মাণ করেছিলেন। পুর সভার পক্ষ থেকে দু'দিন আগেই ওই ব্যক্তিকে বেআইনি নির্মাণ ভাঙার নোটিশ দেওয়া হয়। তিনি ভেঙে না ফেলায় এদিন পৌরসভার পক্ষ থেকে জেসিপি দিয়ে ওই বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হয়। মোহন সরকার ও তার পরিবারের বক্তব্য, স্থানীয় ব্যক্তির কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে জমিটি নিয়েছিল। পুরসভা মাত্র দুদিন সময় দিয়েছিল ভাঙার জন্য। পাশাপাশি তারা অভিযোগ তোলেন, জলাভূমি দখল করে আরো নির্মাণ আছে সেদিকে পৌরসভা নজর দিচ্ছে না ।

এদিন দুপুরে নির্মাণ ভাঙার বিষয়টি খতিয়ে দেখেন পুরপ্রধান গোপাল শেঠ। গোপালবাবু বলেন, "ওঁদের ২০১৩ সালে নোটিশ দিয়ে বলা হয়েছিল বে-আইনী নির্মাণ বন্ধ করতে এবং ভেঙে দিতে। এর দুদিন আগে বলা হয়েছিল। পৌর আইন মেনে প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে নির্মাণটি ভাঙা হচ্ছে। পাশাপাশি যদি বে-আইনি নির্মাণ থাকে, তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এসবই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ আমরা পালন করছি।

এ বিষয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, 'বে-আইনি নির্মাণ ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে ভাঙা হচ্ছে, খুব ভালো কথা । বনগাঁ শহরে তৃণমূল নেতাদের প্রচুর বেআইনি নির্মাণ রয়েছে, সেগুলো ভেঙে ফেলা হোক।

ডেঙ্গু রুখতে ড্রোন ক্যামেরায় নজরদারি বাড়ির ছাদে জল জমলেই আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি পুর প্রধানের

প্রতিনিধি ঃ বর্ষা আসলেই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা।

গত বছর বনগাঁতেও ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে বহু মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে । এবার ভরা বর্ষার আগেই ডেঙ্গু সচেতনতায় পথে নামল বনগাঁ পুরসভা। শনিবার সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে বনগাঁ শহরে ডেঙ্গু সচেতনতা র‍্যালির আয়োজন করে বনগাঁ পুরসভা। র‍্যালিটি বনগাঁ থানার মোড় থেকে শুরু হয়ে যশোর রোড ধরে এক নম্বর রেল গেটে শেষ হয়। সচেতনতার ব্যানার পোস্টার নিয়ে এই র‍্যালিটি যোগদান করেন বনগাঁ পৌরসভার প্রধান গোপাল শেঠ থেকে শুরু করে পুরসভার জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মী সহ বনগাঁ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক। বাড়িতে জমা জল থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করার আহ্বান জানিয়ে মশা মারা তেলের ব্যারেল পিঠে নিয়ে জমা জলে নিজেই তেল স্প্রে করেন পৌর প্রধান। এদিন ড্রোন ক্যামেরার সাহায্যে বনগাঁ বাজারের বহুতলগুলির ছাদে বিশেষ নজরদারিও চালানো হয়। এর মধ্যে ক্যামেরায় ধরা দেওয়া বহুতলগুলির ছাদে জমা জল আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পরিস্কার করতে বলা হয়েছে পুরসভার পক্ষ থেকে। এই কাজে বহুতলের মালিকের কোনও গাফিলতি পেলেই আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পুর প্রধান। গোপাল শেঠ বলেন, ডেঙ্গু মশা বাহিত রোগ। আগে থেকে সতর্ক হলে এটা প্রতিহত করা সম্ভব।

৬০ টি মোবাইল ফেরাল পুলিশ

প্রতিনিধি : মোবাইল ফোন হারিয়ে বিপাকে পড়েছিলেন অনেকেই। তারা মোবাইল ফিরে পেতে পুলিশে দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এবার সেরকম ৬০ জন ব্যক্তিকে তাদের হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরিয়ে দিল পুলিশ। সোমবার বনগাঁ পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে ৬০ জন ব্যক্তিকে তাদের খোয়া যাওয়া মোবাইল ফিরিয়ে দেওয়া হল। মোবাইল হাতে পেয়ে পুলিশকে ধন্যবাদ জানালেন একাধিক ব্যক্তি। তারা জানালেন, কারো তিন মাস, কারো ছ'মাস আগে মোবাইল হারিয়ে গিয়েছে, কারও চুরি হয়ে গিয়েছিল।

বনগাঁ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার বলেন, মোবাইল হারিয়ে যাওয়া কিংবা চুরি যাওয়া এখন প্রায়শই ঘটছে। আজ ৬০ জন মোবাইল মালিককে তাঁদের হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরিয়ে দিতে পেরেছি। পাশাপাশি তিনি বলেন, শুধু মোবাইল হারিয়ে যাওয়া নয়, এর সঙ্গে সাইবার প্রতারণা বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অচেনা মোবাইল নাম্বারে ওটিপি বা পার্সোনাল কিছু শেয়ার না করার পরামর্শ দেন তিনি।

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক ।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

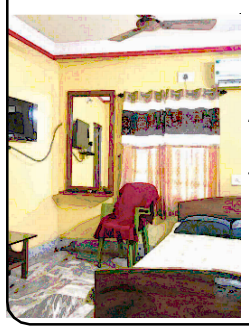

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ২০ ❐ ০১ আগস্ট, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

এ দায় কার!

রাজপথের আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নতুন চাকরী প্রার্থী হোক বা আংশিক সময়ের কর্মচারী বা চুক্তি ভিত্তিক কর্মচারী— সকলেই আজ রাজপথে। দাবী একটাই। চলমান জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য। জীবন- জীবিকার নিশ্চয়তা। অথচ যাদের জীবনের নিশ্চয়তা দিয়েছিল, সেখানে শুধুই দুর্নীতি। অথচ আজকের বাংলার সরকার বিভিন্ন খাতে খরচ করেই চলেছে। সেখানে নাগরিক জীবনের কোন নিশ্চয়তা নেই। ধরা যাক দুর্গাপুজোর ক্লাব অনুদানের কথা, যা নিয়ে হাইকোর্টে বারবার জনস্বার্থ মামলা হয়েছে। হাইকোর্ট অনুদান বন্ধের নির্দেশও দিয়েছেন। অথচ এবছরও সরকার রেজিষ্ট্রার্ড ক্লাবগুলিকে (কমবেশি ৪৩,০০০) ৮৫,০০০ টাকা করে অনুদান দেবে। এর বিপক্ষেও হাইকোর্টে মামলা হয়েছে। সরকার পক্ষ নিজের মতো করে যুক্তি খাড়া করে মামলাকে দাবিয়ে দিয়েছে। অথচ ক্লাবগুলি কী সরকার নির্দেশিত খাতে অনুদানের টাকা খরচ করে? খরচের হিসাবটা দাঁড়ায় দুধে জল মেশানোর মতো। বিপক্ষ দলগুলি বলে— সবই ভোটের রাজনীতি। ক্লাবগুলিকে অনুদান দিয়ে ক্লাব সদস্যদের নিজের দলে টেনে নেওয়া। এবার আসা যাক লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মতো বর্তমানে এসসি/এসটি মহিলারা (২৫ বছর থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত) পান প্রতিমাসে ১২০০ টাকা, আর অন্য সম্প্রদায়ের মহিলারা পান ১০০০ টাকা করে। বর্তমানে প্রতিমাসে পশ্চিমবঙ্গের কমবেশি ২ কোটি মহিলা এই সুবিধা পেয়ে থাকে। বিরোধী দলের বক্তব্য— এটাও ভোটের রাজনীতি। বাড়ির মহিলাদের সাবলম্বী করতে নয়, বরং মহিলাদের দ্বারা প্রত্যেক বাড়ির পুরুষদের কব্জা করে নিজেদের পক্ষে টেনে নেওয়া। এ হল ভোটের রাজনীতি। প্রতিমাসে এত গুচ্ছ গুচ্ছ টাকা অনুদান হিসাবে সরকারের ভাড়ার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। অথচ কয়েকটা প্রজন্ম সরকারী চাকরী থেকে বঞ্চিত হয়ে বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিভিন্ন সময়ের সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে— শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতী বেকারত্বের যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের সাথে যুক্ত হয়। যুক্ত হয় বিভিন্ন নিষিদ্ধ সংগঠনের সাথে। তাহলে এ দায় কার? সরকারের না বেকার যুবক যুবতীর? সকলেই রে- রে করে উত্তর দেবে— এ দায় সরকারের। সরকার কি এ দায় নিজের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে? না কী দায় মুক্ত হওয়ার জন্য নতুন কর্ম সংস্থানের সুযোগ করে বেকার যুবক যুবতীদের নিশ্চিন্ত জীবন জীবিকার সন্ধান দিয়ে স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দিতে পারে। মীমাংসার অপেক্ষায় রইল সাধারণ জনগণ।

পান্থজনের পথলিপি

দেবাশিস রায়চৌধুরী

[প্রতিনিয়ত মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে এতদিন সে শুধু মাটি দেখেছে। রাস্তায় চোখ রেখে চিনেছে অজস্র পায়ের মানচিত্র।এভাবেই পড়া হয়ে গেছে ছোটো বড় পায়ের বিচিত্র ভূগোল। তখন তার চারপাশে সবাই ব্যস্ত ছিল পদপল্লব উপাসনায়। সে নিজেও তো এই সিলেবাসের ছাত্র ছিল। পরিচিত পাঠাভ্যাসে,হেঁটমুণ্ড উর্ধপদ সে কখনও আকাশ দেখেনি। কোনও পান্থশালায় একটু জিরিয়ে নেওয়ার সময় সে পায়নি। আজ পথের প্রান্তদেশে এসে হঠাৎ তার পদস্খলন হল। এখন চিৎপাত শুয়ে এক পান্থ দেখছে তার মাথার উপর অনন্ত আকাশ। কী অপার মহিমা তার! এবার দু'হাত মাটিতে রেখে উঠে দাঁড়াচ্ছে সটান। ছটফটিয়ে উঠছে পা। পথ ডাকছে। ডাকছে সিলেবাসের বাইরের এক অন্য জীবন। সে এখন প্রান্ত পথের পান্থ। সেই অচেনা-অজানা জীবন তাকে দেখতে হবে,ছুঁতে হবে,ঘ্রাণ নিতে হবে। তারপর লিখে রাখতে হবে পথের কথা,পান্থজনের টুকরো সংলাপ, প্রান্তবাসীর ঘর গেরস্থালীর নিত্য যাপনকথা। যা কখনও হয়ে উঠতে পারে স্বপ্নকথা, হয়তো বা কল্পকথা।]

সমাজমাধ্যমে গুজব এবং গণপিটুনি

গত সপ্তাহের পর...

মেয়েটি যে ছেলেধরা নয় মানসিক ভারসাম্যহীন, পরে পুলিশের সহযোগিতায় বাচ্চাসহ তার স্বামীর ঘরে ফিরে গেছে এ কথা লেখার বা কাউকে জানানোর প্রয়োজন বোধ করেননি সেই শিক্ষিকা। ভদ্রমহিলা গত দুদিন ধরে ফেসবুকে লাগাতার গুজব ছড়িয়ে যাচ্ছেন, প্রশাসনকে দায়ী করছেন। অথচ আজ প্রশাসনকে ধন্যবাদ দেওয়া দূরে থাক, খবরটা যে ভুল ছিল এ কথাটুকু স্বীকার করে নেওয়ার সাহস দেখালেন না।

একজন শিক্ষিকার এই ধরনের গুজব ছড়ানোর প্রবণতা কেন? তবে কি মানুষ ক্রমশ সমাজেমাধ্যমে আই.টি. সেলের তৈরি করা মিথ্যা, মনগড়া অবৈজ্ঞানিক তথ্য, কুসংস্কার এবং মানুষে মানুষে বিভাজন চক্রান্তের শিকার হয়ে পড়ছে? অন্ধ বিশ্বাস বা ঘৃণার ভিত্তিতে মানুষ মানুষকে খুন করতেও দ্বিধা বোধ করছে না? তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের মেধা, যুক্তি, শুভবোধ সব কিছু বিসর্জিত হচ্ছে ভার্চুয়াল দুনিয়ার কোন সর্বনাশের গভীর ঘূর্ণিপাকে? এক অদ্ভুত আঁধারের মধ্যে বসে পান্থ ভেবে ভেবেও কোনও উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না।

সমাপ্ত...

এখানে ডিজিট্যাল সিগ্নেচার এর জন্য যোগাযোগ করুন
আশীর্বাদ ডিটিপি এণ্ড জেরক্স
কোর্ট রোড, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা ☎ ৯২৩২৬৩৩৮৯৯

নিখোঁজ মানসিক ভারসাম্যহীন যুবককে বাড়ি ফেরালো গোপালনগর থানার পুলিশ

প্রতিনিধি : স্টেশনের চেয়ারে বসে একা একা কি যেন বিড়বিড় করে বলে চলেছে যুবক। আশপাশের লোকজনের কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিচ্ছে না সে। এরপরেই পুলিশে ফোন স্থানীয়দের। পুলিশ তাকে উদ্ধার করে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বাড়িতে ফেরালো। ঘটনাটি ঘটেছে গোপালনগর থানার মাঝেরগ্রাম স্টেশান এলাকায়। বুধবার রাতে পরিবারের লোকেরা গোপালনগর থানায় এসে ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

পুলিশ ও পরিবারের লোকেরা জানিয়েছে, বয়স ২৮ এর জয়ন্ত কর্মকার। মায়ের উপর অভিমান করে টালিগঞ্জের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। প্রথমে টালিগঞ্জ থেকে মেট্রো ধরে দমদম, এরপর লোকাল ট্রেন পৌঁছে যায় রানাঘাট বনগাঁ লাইনের মাঝেরহাট স্টেশনে। সেখানে তাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে সন্দেহ হয় স্থানীয়দের। এরপর তাকে প্রশ্ন করা হলে সে সঠিক কিছু বলতে পারে না। এরপরই স্থানীয়রা বুঝতে পারে, এই যুবক মানসিক ভারসাম্যহীন। খবর দেওয়া হয় গোপালনগর থানায়। তার কাছ থেকে পরিবারের নাম্বার নিয়ে ফোন করে খবর দেওয়া হয় বাড়িতে। অন্যদিকে পরিবারের লোকরাও সকাল থেকে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করছিল যুবকের। অবশেষে পুলিশের ফোন পেয়ে তারা থানাতে হাজির হন। গভীর রাতেই ছেলেকে নিয়ে টালিগঞ্জের বাড়ি ফিরে যান।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯২৩২৬৩৩৮৯৯

কিষাণ মান্ডিতে দালাল চক্রের অভিযোগ

প্রথমপাতার পর...

আজ তাই সরেজমিনে পরিদর্শন করতে এলাম। এখানে যে যানজটের সৃষ্টি হয়। তা সমাধান করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। বাইপাস রাস্তা তৈরি এবং একটি কোল্ড স্টোরেজ তৈরির বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করব। দালালদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত বনগাঁ বাগদা সড়ক সংলগ্ন বনগাঁ পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডে বেশ কয়েক বছর আগে চালু হয়েছে কিষাণ মান্ডি। সোম শুক্রবার বনগাঁর কয়েক হাজার কৃষক সেখানে সবজি নিয়ে আসেন। অভিযোগ, বনগাঁ বাগদা সড়কের কয়েক কিলোমিটার দূর পর্যন্ত দীর্ঘ লাইন পড়ে। তীব্র যানজটের ফলে ওই রাস্তা দিয়ে প্রায় যাতায়াত বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়ে যায়। বাগদা থেকে বনগাঁ স্টেশন কিংবা কলকাতায় যাবার পথে বহু মানুষ এই যানজটে পড়ে ট্রেন মিস করে। গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে অনেক দেরি হয়ে যায়।

যমজ মানুষের সমাজ তাত্ত্বিক অন্বেষণ

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর...

দীর্ঘ পনেরো ঘণ্টায় অন্যতম বিরল শল্য চিকিৎসার পর তারা নতুন জীবন পেয়েছে। শুধু ভারতেই নয়, সারা পৃথিবীতে এ ধরনের অপারেশন বিরল। মোট ২৮ জন চিকিৎসককে নিয়ে গঠিত আটটি দল একসঙ্গে কাজ শুরু করেন। সুষুম্নাকাণ্ডের তলার অংশটা জোড়া থাকলেও দুটি আলাদা সুষুম্নাকাণ্ডই ছিল। সেই দুটিকে আলাদা করার পর আলাদা করা হয় শ্রোনিদেশ (pelvic region)। সীতা ও গীতার দুটি অঙ্গই ছিল একে অপরের সঙ্গে জোড়া। আলাদা করতে হয় সে দুটিকেও। তবে সবথেকে জটিল ছিল স্ত্রী জননঙ্গকে আলাদা করার প্রক্রিয়া। মাত্র দুই থেকে তিন মিলিমিটার চওড়া জননাঙ্গের পর্দাকে কেটে দুটো পৃথক জননাঙ্গ তৈরি .করা হয়। তৈরী করা হয় দুটি মূত্রনালীও। পৃথক করার সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি প্রায় পাঁচ ঘন্টা ধরে চলে। তারপরে ১০ ঘণ্টা ধরে লড়াই চলে এই জুড়ে থাকা দুজনকে পৃথক এবং সম্পূর্ণ মানুষের রূপ দেওয়ার প্রক্রিয়ায়। নতুন করে চামড়া তৈরি করে অঙ্গ প্রতঙ্গগুলিকে ঢেকে দেওয়ার পর শেষ হয় পনেরোঘন্টার যুদ্ধ। তারা দুজনেই আলাদা মানুষ হিসাবে পৃথিবীর আলো বাতাসে বাড়তে থাকে।

ইরানের লালে ও লাদান : ওরা দুই বোন, দুটি আলাদা মানুষ। কিন্তু ওদের শরীর দুটো পৃথক হলেও মাথা দুটো এমন ভাবে জোড়া যে তাদের কোনদিন আলাদা করা যায়নি। মস্তিষ্কের কিছু সমস্যা তৈরি হওয়ার জন্য দুনিয়া জুড়ে চিকিৎসা সন্ধান শুরু হলো। প্রেসিডেন্ট খাতামি ঘোষণা করলেন,অপারেশনের সমস্ত খরচই তিনি দেবেন। তিন লক্ষ মার্কিন ডলার। অনেক সাড়া ফেলে সিঙ্গাপুরে অপারেশন টেবিলে শুরু হল ৫০ ঘণ্টার ঐতিহাসিক অস্ত্রপাচার পর্ব। কিন্তু ডাক্তারেরা সফল হলেন না। ওটি থেকে দুই বোন আর প্রাণ নিয়ে বেরোতে পারল না। দুই বোন চেয়েছিল, একজন আইন নিয়ে পড়বে, অন্যজন সাংবাদিক হতে। তাদের চাওয়া বাস্তবায়িত হলো না।

মিশরের মহম্মদ ও আহমেদ: নামে দুই ভাই। মাথার ভার্টিক্যাল অঞ্চল জোড়া ছিল। দেহের আর সব অংশই পৃথক ছিল।

রাশিয়ার লাসা ও দাশা : কোমরের মাঝখানে জোড়া ছিল। বাকি সব অংশই পৃথক ছিল। এদের সকলেরই দেহ জোড়া। কিন্তু মানসিকতা পৃথক। চাওয়া, পাওয়া, আবেগ, অনুভূতি, ভালোবাসা সবকিছু আর পাঁচ জন মানুষের মতোই সাধারণ। একজনের কাজ হল কোর্টে, অন্যজনের স্টেশনে। এবার ঠিক করতে হবে কোথায় যাওয়া যাবে, সেজন্যে দুজনের বোঝাপড়া বা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভীষণ উন্নত মানের হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ধর্ম ও নীতির পথ : খোদার উপর খোদ্কারীর ফল বোঝে এবার জাতীয় মন্তব্য। স্বাধীনতা কি অত সহজ যে এমনিতেই মিলে যাবে! গোড়া ক্যাথলিকদের কাছে যেমন লালে লালনের এই অপারেশন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, তা তেমনি ব্যক্তি স্বাধীনতার অতিরিক্ত বাসনাও বটে। আধুনিকদের কাছে যেমন জোড়া বোনের পরস্পর থেকে মুক্তির এই আকুলতা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

পুরাণে যমজ সন্তান : সারা পৃথিবী জুড়ে অনেক সংস্কৃতির পৌরাণিক কাহিনীতে যমজ সন্তানের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। কিছু সংস্কৃতিতে এগুলিকে অশুভ দেখানো হয়। এবং অন্যগুলোকে শুভ হিসেবে দেখা হয়। পৌরাণিক কাহিনীতে যমজ প্রায়শই একই সমগ্রের দুটি অংশ নিক্ষেপ করা হয়, সাধারণ ভাইবোনদের চেয়েও গভীর একটি বন্ধন ভাগ করে নেয়। বা প্রচন্ড প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখা হয়। এগুলিকে একটি দ্বৈতবাদী বিশ্ব দর্শনের উপস্থাপনা হিসেবে দেখা দিতে পারে। তারা নিজের অন্য একটি দিককে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। একটি ডপেলগ্যাঙ্গার বা একটিছায়া যমজদের বিশেষ ক্ষমতা চিত্রিত করা হয়। কাহিনীতে যমজরা প্রায়ই গভীর বন্ধন ভাগ করে নেয়। গ্রিক পৌরাণিক কাহিনী যে কাজটার এবং পলাশকের মধ্যে একটি বন্ধন এতটাই শক্তিশালী যে মরণশীল কাজটার মারা গেলেও তার ভাইয়ের সাথে থাকার জন্য তার অমরত্বের অর্ধেক ছেড়ে দেয়। কাস্টার এবং পোলাক্স হল ডায়োস কুরি। যমজ। তাদের মা হলেন লেনা এবং এমন একজন সত্ত্বা যিনি জুসের দ্বারা প্ররুদ্ধ হয়েছিলেন, যিনি রাজহাঁসের রূপে জন্মগ্রহণ করে। পৌরাণিক কাহিনীতে যমজ সন্তান প্রায়ই নিরাময়ের সাথে যুক্ত। তারা প্রায়ই ভবিষ্যৎ বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টির ক্ষমতাও দান করেন।

যমজের আদি অন্ত : পুরান ও উপকথায় জরাসন্ধের গল্প আমাদের জানা। চন্দ্র বংশের রাজা জয়দ্রথ পুত্র কামনা করে একটা মন্ত্রসিদ্ধ আম পান। ওই আম খেলেই নাকি রানীরা গর্ভবতী হবেন এদিকে জয়দ্রথের দুই রানী। বেচারা কিভাবে আর পক্ষপাতিত্ব করেন? রাজা আমাকে কেটে দুই রানীকেই অর্ধেক করে খেতে দিলেন। যথাসময়ে দুজন রানী গর্ভবতী হলেন। নির্দিষ্ট সময় দুই রানী পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। পুত্ররা অসম্পূর্ণ অঙ্গ বিশিষ্ট। রাজা বিকৃত পুত্রকে দর্শন করতে চাইলেন না। নিষ্ঠুর রাজা রানী সেই পুত্রদ্বয়কে শ্মশানে ফেলে দিলেন। তখন জরা নামে একটি রাক্ষসী এসে দুই খন্ড মানুষ দেখে তাদের জোড়া দিয়ে পূর্ণাঙ্গ রাজকুমার তো সৃষ্টি করল। তারই নাম জরাসন্ধ। পুরাণের এই অর্ধাঙ্গ শিশু কাহিনী বাদ দিলেও জরাসন্ধ আসলে জোড়া যমজেরই নিদর্শন।

বৃন্দাবনের জমজ বৃক্ষ যমলার জুন আজও বিখ্যাত। নারদের অভিশাপে কুবেরের দুই পুত্র নল কুবর ও মনীষীর যে গাছটিকে পরিণত হয়েছিল ভালো কৃষ্ণ খেলতে খেলতে ওই যমুনার জুনকে ভেঙে ফেললে দুই ভাই

চলবে...

লন্ড্রীতে আগুন, পুড়ে ছাই সর্বস্ব

নীরেশ ভৌমিক ঃ চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া দীর্ঘ সীমান্তের বাসিন্দা পূর্ণিমা দাসের লন্ড্রীটি ২৯ জুলাই রাতে আগুন লাগে। আগুনে দোকানের সর্বস্ব পুড়ে ছাই। স্বামী রতন দাসের অকাল প্রয়াণের পর বাড়ির পাশেই চাঁদপাড়া- রামচন্দ্রপুর সড়কের ধারে একটি লন্ড্রীর দোকান খুলে সন্তানদের নিয়ে জীবিকা নির্বাহের পর খুঁজে নিয়েছিলেন পূর্ণিমা দেবী। দোকনটি ভালোই চলছিল। কিন্তু এদিন মদ্যরাতে দোকানঘরে আগুল লাগে। বিধ্বংসী আগুনে সব শেষ। প্রতিবেশি অমর মজুমদার জানান, সম্ভাবত বিদ্যুতের শট সার্কিট থেকেই এই ভয়াবহ অগ্নিকান্ড।

সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৭০৭৬২৭১৯৫২

সাহিত্য সভায় সংবর্ধিত

নীরেশ ভৌমিক ঃ জন্মমাসে প্রখ্যাত কবি, নাট্যকার ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এর প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে গত ২৭ জুলাই শুরু হয় গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতি আয়োজিত ৫৬ তম মাসিক সাহিত্য সভা। গোবরডাঙা রেনেসাঁস বিজ্ঞান সংস্থার কর্ণধার ও অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ডঃ সুনীল বিশ্বাসের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন, বিশিষ্ট কবি সুবিদ আলি, সাংবাদিক পাঁচু গোপাল হাজরা, সংগীত শিল্পী দিপালী বিশ্বাস ও নাট্যকর্মী সোমা মজুমদার প্রমুখ।

এদিনের সাহিত্য সভায় গুনীজন হিসেবে বর্ষিয়ান সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব গোবরডাঙার ঐতিহ্যবাহী খাঁটুরা শিল্পাঞ্জলীর প্রাণপুরুষ মলয় কুমার বিশ্বাসকে পুষ্পস্তবক, উত্তরীয়, মানপত্র সহ নানা উপহারে বিশেষ সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। স্মারক সম্মান ও মানপত্র মলয়বাবুর হাতে তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানান, সেবা সমিতির সভাপতি হিমাদ্রী গোমস্তা ও সম্পাদক গেবিন্দলাল মজুমদার। গোবিন্দবাবু এদিন সমবেত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে সমিতির বছরভর নানা সেবামূলক কাজকর্মের খতিয়ান তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। জেলার বিভিন্ন প্রাপ্ত থেকে আসা কবি সাহিত্যিকগণ এদিন ও স্বরচিত কবিতা পাঠ ও আবৃত্তিতে অংশ গ্রহন করেন। সংগীত পরিবেশন করেন দিপালী বিশ্বাস, একক আবৃত্তি করেন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী পলাশ মণ্ডল।

গাইঘাটার ডুমা গ্রাম পঞ্চায়েতে রক্ত দিলেন ৮৩ জন

নীরেশ ভৌমিক ঃ গ্রীষ্মকালীন রক্তের সংকট কাটাতে গাইঘাটার ডুমা গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ এক স্বেচ্ছারক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। গত ২৬ জুলাই পঞ্চায়েত ভবন সংলগ্ন অঙ্গনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে আয়োজিত শিবিরের উদ্বোধন করেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বাপী দাস।

শিবিরে বিশিষ্টজনেদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অঞ্চলের প্রাক্তন প্রধান ও বিশিষ্ট জননেতা কালীপদ বিশ্বাস ও পঙ্কজ দাস, ছিলেন পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা চন্দ্রকান্ত দাস সহ অঞ্চলের অন্যান্য সদস্য সদস্যাগণ। অঞ্চল প্রধান ছন্দা সরকার উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। সেই সঙ্গে আয়োজিত রক্তদান ও বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের সাফল্য কামনা করেন। এদিনের রক্তদান শিবিরে কলকাতার ভেরুকা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীগণ মোট ৮৩ জন স্বেচ্ছা রক্তদাতার রক্ত সংগ্রহ করেন। অঞ্চলের স্বাস্থ্য শিবিরে অংশ নেন। চাঁদপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের (ঠাকুরনগর হাসপাতাল) চিকিৎসকগণ শিবিরে আগত গ্রামবাসীগণের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন ডুমা গ্রাম পঞ্চায়েতের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

The Rising Youngstar পাঠশালার ৫০ জন বাচ্চা এই রেলিতে অংশগ্রহণ করে। সকল এনজিওর সদস্য সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। ছবি ঃ সায়ন ঘোষ

মৃদঙ্গম এর বিদ্যালয় ভিত্তিক নাট্যকর্মশালা

নীরেশ ভৌমিক ঃ অন্যান্য বছরের মতো এবারও নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল মৃদঙ্গম হাবড়ার কামিনী কুমার উচ্চ বিদ্যালয়ে বিদ্যালয় ভিত্তিক নাট্যকর্মশালার আয়োজন করে। গত ১৮-২৪ জুলাই অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বিদ্যালয়ের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেনির ২৮ জন শিক্ষার্থী অংশ গ্রহন করে। কর্মশালায় বিভিন্ন ধরনের খেলার মাধ্যমে ছাত্রীদের মনোবিকাশের ও উদ্ভাবনী শক্তির উপর জোর দেওয়া হয়। কর্মশালার শিবির পরিচালক ছিলেন মৃদঙ্গম এর নাট্য পরিচালক বরুণ কর। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন, সংস্থার বিশিষ্ট নাট্যাভিনেত্রী সৌমিতা দত্ত বণিক, প্রিয়াঙ্কা কুন্ডু, গোপাল বিশ্বাস, মনিমোহন মণ্ডল ও বর্নালী সেন। ছয় দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত কর্মশালার শেষ দিনে বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রী শিক্ষিকা ও অভিভাবকগণের উপস্থিতিতে কর্মশালায় প্রস্তুত শিক্ষামূলক নাটক 'নব বাতাস' প্রস্তুত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, গেবরডাঙার পরম্পরা গানের স্কুলের পরিচালক রাজু সরকার। ছাত্রীদের অভিনয় দেখে খুশি বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ও উপস্থিত অভিভাবকগণ। অনুষ্ঠান শেষে কর্মশালায় অংশগ্রহনকারী সকল প্রশিক্ষনার্থীগণের হাতে মৃদঙ্গম প্রদত্ত শংসাপত্র তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান শিক্ষিকাগণ। বিদ্যলয়ের শিক্ষিকাগণ জানান, তাঁর আগামী দিনে বিদ্যালয়ে এধরনের আরোও কর্মশালার আয়োজন করবেন।

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

GRAPHICS MART
LAPTRONICS-5
এখানে খুবই কম খরচে Laptop এবং Desktop Repairing করা হয়।
* সকল প্রকার Repairing এর উপর থাকবে One Month (একমাসের) গ্যারান্টি।
Mob. : 9836414449

B.B. SERVICE
BATTERY SOLUTIONS & REJUVENATION
Tetultala, Station Road, Rail Bazar, Bongaon, N 24 Pgs.
বনগাঁর মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যাটারি রি-জেনারেশন সেন্টার খোলা হয়েছে। এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের মাধ্যমে টোটো ব্যাটারি, ইনভার্টার ব্যাটারি, সোলার ব্যাটারি, কমার্শিয়াল ব্যাটারি, টাওয়ার ব্যাটারি এবং সমস্ত রকমের লিড অ্যাসিড যুক্ত পুরোনো ব্যাটারিকে খুবই স্বল্প মূল্যে ওয়ারেন্টি সহ নতুন জীবন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া নতুন ব্যাটারি সঠিক মূল্যে পাওয়া যায়।
এই অত্যাধুনিক মেশিন নিয়ে ব্যবসা আরম্ব করতে চাইলে যোগাযোগ করুন।
Mob. : 9733794879, 7908598264, 9332299000
ব্যাটারি টেস্টিং ফ্রি এবং ব্যাটারি লাইফ প্রসারণে 50% ছাড়

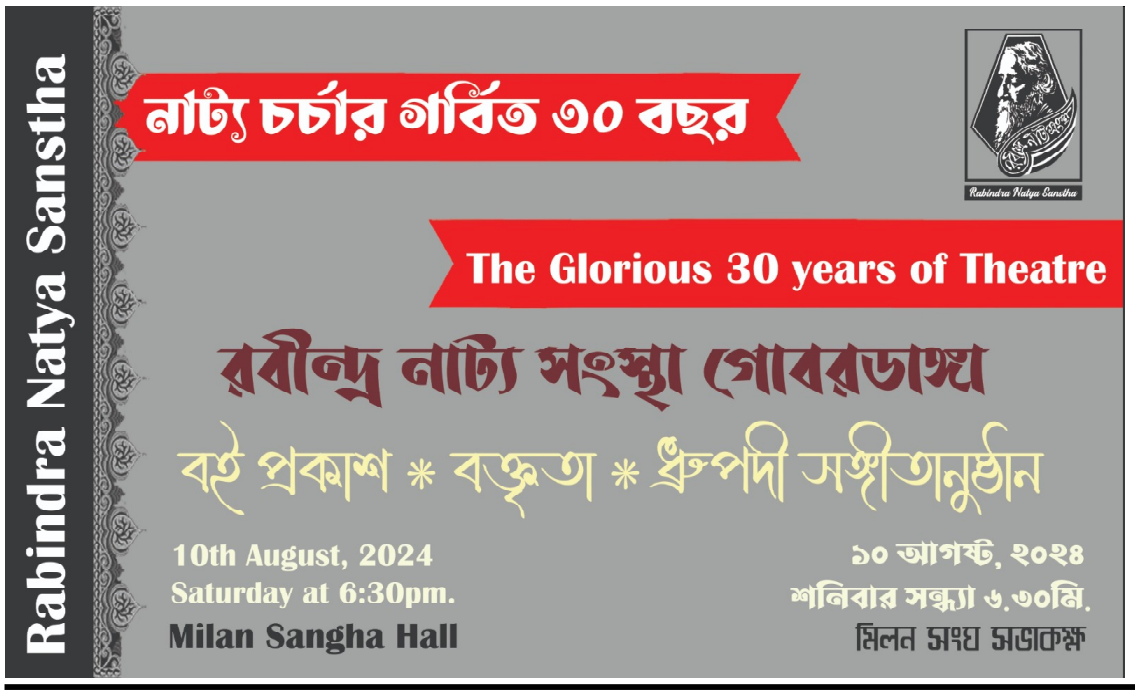

মছলন্দপুর ইমন ও মনীষার স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির

নীরেশ ভৌমিক ঃ বছরভর শুধু নাটক, মূকাভিনয় সহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন নয় সেই সঙ্গে সমাজসেবা মূলক নানা কর্মসূচীও পালন করে থাকে মছলন্দপুর অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা মনীষা ও ইমন মাইম সেন্টারের সদস্য-সদস্যাগণ। গত ২৮ জুলাই উভয় সংগঠনের সদস্যগণ স্থানীয় রাজবল্লভপুর উচ্চ বিদ্যালয় অঙ্গনে এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। শিবিরকে সার্থক করে তুলতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় পাশ্ববর্তী বিশ্বাসহাটি নেতাজী শান্তি কমিটির সদস্যরা। এদিনের শিবির সম্পর্কে বলতে গিয়ে মনীষার সভাপতি দেবব্রত বিশ্বাস বলেন, সারাবছর শুধু সংস্কৃতি চর্চা নয়, সামাজিক বিভিন্ন দায় দায়িত্ব বোধ থেকেই আমাদের দুই সংগঠন মনীষা ও ইমন মাইম এর উদ্যোগে আজকের এই স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন। ইমন মাইম এর নব নিযুক্ত সম্পাদক জয়ন্ত সরকার রক্তদানের মধ্য দিয়েই এদিনের রক্তদান উৎসবের

সূচনা হয়। রক্তদান আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ বনগ্রাম মহকুমা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাঙ্কের চিকিৎসক ডাঃ জি. পোদ্দারের নেতৃত্বে স্বাস্থ্য কর্মীগণ এদিনের শিবিরে মোট ৫৫জন স্বেচ্ছা রক্তদাতার রক্ত সংগ্রহ করেন। ইমন মাইম সেন্টারের কর্ণধার বিশিষ্ট মূকাভিনেতা ধীরাজ হাওলাদার জানান, রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্কগুলির রক্তের সংকট দূর করতেই তাঁদের এই ক্ষুদ্র উদ্যোগ। শিবিরে স্থানীয় বাজার ব্যবসায়ী ও এলেকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজনের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যনীয়। সকলেই মনীষা ও ইমন সংগঠনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

(১) আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার। (২) আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে। (৩) আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়। (৪) পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে। (৫) আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (৬) আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে। (৭) সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন। (৮) প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্ট ভাউচার। (৯) কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। (১০) সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স। (১১) আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার। (১২) নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন। (১৩) জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৪) সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৫) অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন। (১৬) Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে। (১৭) অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন। (১৮) দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (১৯) আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা। (২০) Website : www.newpcjewellers.com (২১) e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে।
যোগাযোগ করতে পারেন। মো: 8967028106

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

এক আলাদা ভোরে অনু

সুধীর কুমার গায়েন

শীতের রাত। মায়ের সঙ্গে পুজোর গোছানো-গাছানো সেরে বছর পাঁচেকের অনু শুয়ে পড়ল। অনুর মা পাশে শুয়ে তাকে লেপ চাপা দিতে দিতে বলল— 'মনে আছে তো, গেল বার ফুল আনতি গে বিষ্টু পন্ডিতের কানমলা খেয়েছিলি! এবার রাত থাকতি ডেকে দেব। আমিও সঙ্গে যাব' খন। সকালে পুজো। পাঁচিলের ধারে বাগানে, কত্তো কত্তো ফুল ওদের, বল! দু'টো দিলি কী! বড্ড কেরপন্ ঐ বিষ্টু পন্ডিত।'

অনু পাশ ফিরে শুয়ে মায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে এল। ফিস্‌ফিস্ করে বলল— 'রোজ তো এর ওর বাগান থেকে ফুল আনতে বলো। সবাই তো বকে। সেদিন তো পানু কাকিমা দুটো ফুলের জন্যি গায়ে জল ছিটিয়ে দিল। বলে দিয়েছে, এবার গেলে সাজি কেড়ে নেবে।' অভিমান উথলে ওঠে অনুর গলায়। অবাক অনুর মা, মেয়েকে জবাব দিল— 'তাই-ই! পানুর মা-ও হিংসুটে! ঠাকুরের পুজোর ফুল! দুটো দিলি কি? তাতে এই। ঠাকুর এত কিপটেমি সহ্য করবে না।' বেজায় কালো মুখে বেড সুইচ অফ্ করল অনুর মা। দেখল অনু। তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়ল সেও।

তখনও আঁধার। বেশ শীত। তবু মায়ের ডাকাডাকিতে উঠে পড়ল অনু। কাতর, ঘুম ঘুম চোখে বিছানায় বসে চোখ রগড়াতে লাগল।

অনুর মা একখানা চাদর গায়ে জড়িয়ে শীতের সোয়েটার পরালো মেয়েকে। কানঢাকা টুপি পরাতে পরাতে বলল— 'নে ওঠ্, আলিস্যি করিস্ নে মা। অনেক ফুল আনে পুজো দিলি মা সরস্বতী অনেক বিদ্যে দেবে নে। চল্'— বলে ফুলের সাজি আর টর্চ নিয়ে ঘরের বাইরে এল মেয়ের সঙ্গে।

বাড়ির পিছনেই বিষ্টু পন্ডিতের পাঁচিল লাগোয়া রঙিন ফুলের বাগান। প্রচুর ফুল ফুটেছে। যদি কেউ আগে নিয়ে যায়। উদ্বেগে অন্ধকারে সেদিকে পা বাড়াল অনুর মা। হাতে টর্চ, তবুও আলো জ্বালালো না। অন্যান্য দিন, যেখান থেকে হোক, মেয়েটা দু'চারটে ফুল এনে রাখে। ওতেই চলে। কিন্তু সরস্বতী পুজোয় তো প্রচুর ফুল চাই। তেমন টাটকা প্রচুর ফুল পেতে হলে বিষ্টু পন্ডিতের বাগান।'

ভাবলো আরও— 'ও তো বাচ্চা মেয়ে, দু'টো পুজোর ফুল নেবে। পাঁচিলের এপার থেকে। এতে আর অন্যায় কী! ভেতরে তো যাচ্ছে না।'

এ সব ভাবতে ভাবতে অনুর মা অনুকে নিয়ে সাবধানে উঠোন পেরিয়ে বাইরে এল। ভোরের আবছা আলোয় এদিন ওদিক দেখে বিষ্টু পন্ডিতের পাঁচিলের কাছে এসে দাঁড়ালো। দেখল কী সুন্দর সাদা ফুলে গাছ ছেয়ে আছে! নুয়ে পড়েছে এধারে, পাঁচিলের বাইরে।

অনুর মা তখনও টর্চ জ্বাললো না। চাপা গলায় মেয়েকে বলল— 'চটপট সাজিটা একটা উচু করে ধর দেখি নি, আমি তুলচি।'

সামনেই বিষ্টু পন্ডিতের পাঁচিলের ভিতরে অদূরে ঝাঁঝালো জবা ফুলের গাছ। পাশেই ছোট্ট মন্দির। ভোর ভোর বিষ্টু পন্ডিত সেখানে পুজো পাঠ করেন। 'আজ তো সব চুপচাপ! তবে কি বিষ্টু পন্ডিত ঘুমুচ্চে!' — ভাবে অনুর মা, আর দু'হাতে সাদা ফুল ছিঁড়ে সাজি ভরতে থাকে।

এমন সময় জবা ফুল গাছের আড়াল থেকে গলা খাঁকারি দিয়ে সোজা টর্চের আলো ফেললেন বিষ্টু পন্ডিত। শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন— 'কে অনু? এসেছিস? পুজোর ফুল নিচ্ছিস? নে! সঙ্গে তোর মা বুঝি। গেট খোলা আছে। আয়, ভিতরে আয়।'

অনুর মা ততক্ষণে ভয়ে কাঠ। ঘোমটা টেনে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে।

অভয় পেয়েও বিস্মিত অনু ভয়ে ভয়ে ভিতরে গেল। বিষ্টু পন্ডিত তাকে টর্চের আলোয় কাছে ডেকে নিলেন। গাছ থেকে আরও ফুল তুলে তার সাজি ভরিয়ে দিতে দিতে বললেন— 'তোর মাকে বলিস, আমার জন্যে পুজোর প্রসাদ রাখতে। আমি গিয়ে খেয়ে আসব। আর, এই নে, সাদা ফুলের চারা। ক'দিন ধরে অনেক চারা সংগ্রহ করে রেখেছি। কেউ ফুল নিতে এলে এবার একটা করে ফুলের চারা দেব। নে এটা। তোদের ঘরের পাশে লাগিয়ে দিস্। যেন আলো বাতাস পায়। দেখবি খুব শীগগির ফুল দেবে। ফুটবে বারো মাস। সামনের বছর, এ সময় ফুলে গাছ

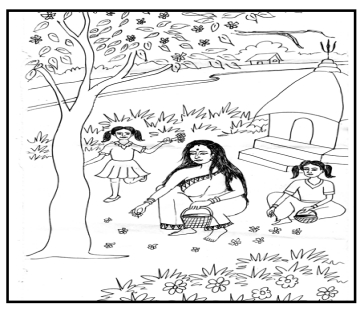

ভরে যাবে। সেই ফুলে মাকে অঞ্জলি দিস। এ বাড়ি ও বাড়ি আর ফুল নিতে যেতে হবে না। বলতে বলতে অনুর এক হাতে সাজি ভরা সাদা ফুল, অন্য হাতে সাদা ফুলের চারা ধরিয়ে দিলেন বিষ্টু পন্ডিত।

ভোরের আলো ফুটছে তখন। সত্যি, কী সুন্দর দেখতে বিষ্টু জেঠুকে! মুগ্ধ ছোট্ট অনু টুক করে প্রণাম করল তাঁর পায়ে। চুমু খেলেন বিহ্বল বিষ্টু পন্ডিত। সাদরে অনুকে হাত ধরে গেটের বাইরে এগিয়ে দিয়ে বললেন— 'যাও, ফুল নিয়ে মার সঙ্গে বাড়ি যাও। মা ছাড়া তোমার আর কেউ নেই। মা'র কথা শুনবে।'

সেই ভোরে এক অভূতপূর্ব আনন্দ খেলে গেল অনুর বুকে— 'আমাদের বাগানেও এবার এত এত ফুল ফুটবে, আর কারও বাড়ি ফুল আনতে গিয়ে বকুনি খেতে হবে না!'

অনুর কাছে এ এক আলাদা ভোর! আনন্দে ছুটে এসে দাঁড়ালো সে রাস্তায়, সলজ্জ প্রতীক্ষামানা মায়ের কোল ঘেঁসে। খুশিতে ডগমগ অনু দু'হাত তুলে দেখালো তার মাকে, একরাশ ফুল ও ফুলের চারা!

কিন্তু, এ কী! মা তো কিছু বলে না!

অনু দেখল, এমন ভোরের আলোয়, পিছন ফেরা তার মায়ের মুখখানা কালো।

সেই গেল রাতের মতোই।

পাঠককুলের অনুরোধে ২০২০ সালের শারদীয়ার পাতা থেকে পুনঃ মুদ্রিত

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**